তারিখ 19 DEC 2008
পৃষ্ঠা ২৪ ... ২

প্রথম আলো

প্রথম আলো কার্যালয়ে 'নারী শিক্ষা : অর্জন, বৈষম্য ও করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকেরা ● ছবি : প্রথম আলো

নিম্নমানের অবৈতনিক শিক্ষা মেয়েদের স্কুল-কলেজে ধরে রাখতে পারছে না

বিশেষ প্রতিনিধি ●

সুষ্ঠু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং এর সুফল পেতে চাইলে প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র এবং অগ্রসর-অনগ্রসর এলাকা বিবেচনার সুযোগ নেই।

'নারী শিক্ষা : অর্জন, বৈষম্য ও করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ কথা বলেন। শিক্ষা নিয়ে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযান এবং *প্রথম আলো* যৌথভাবে এ বৈঠকের আয়োজন করে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং শিক্ষা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রধান বা প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

> 'আমরা যে যত কথাই বলি না কেন, মায়ের শিক্ষা না হলে ঝরে পড়ার হার কমবে না এবং শিক্ষার মানও বাড়বে না।'

বৈঠকে প্রধান অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে থাকা নারী ইস্যুগুলো নিয়ে সুধী ও সচেতন সমাজকে কাজ করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, নারীদের শিক্ষা, বৈষম্য ও বঞ্চনার বিষয়টি গণমাধ্যমে যেভাবে ফুটে ওঠে, তা অনেক গবেষণায়ও পাওয়া যায় না। উপদেষ্টা আরও বলেন, 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এগিয়েছে। কিন্তু সমতা নিশ্চিত হয়নি, নিরসন হয়নি বৈষম্য।' এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন নারী ও পুরুষ শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় সমান। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে লিঙ্গসমতা ফিরে এসেছে। এর পাশাপাশি এটাও সত্য যে নিরাপত্তাহীনতা, দারিদ্র্য এবং সামাজিক কারণে মেয়েদের শিক্ষা ঘাটে ঘাটে আটকে যাচ্ছে।

প্রধান দুটি দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ স্নাতক পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার কথা বললেও গতকালের বৈঠকে বক্তারা বলেন, নিম্নমানের অবৈতনিক শিক্ষা মেয়েদের স্কুল-কলেজে ধরে রাখতে পারছে না। মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের মানসম্মত শিক্ষা দেওয়া এবং লেখাপড়ায় ধরে রাখা। সবার জন্য অবৈতনিক শিক্ষার বিরোধিতা করে তাঁরা বলেন, প্রয়োজন বিবেচনা করে দরিদ্র ও মেধাবীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

নিম্নমানের অবৈতনিক শিক্ষা মেয়েদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

বৈঠকে উত্থাপন করা মূল প্রবন্ধে বলা হয়, অতি নিম্নমানের অবৈতনিক শিক্ষা মূল্যহীন। প্রবন্ধে ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ 'নিরক্ষরমুক্ত' করার নামে নামসর্বস্ব সাক্ষরতা কর্মসূচি চালুর বিরোধিতা করা হয়। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ড. মনজুর আহমদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বৈঠকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নজরুল ইসলাম খান বলেন, ভর্তির হার বাড়লে ঝরে পড়ার হারও বাড়ে। উপবৃত্তি দিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির হার বাড়ানো হয়েছে। এখন শিক্ষার্থীদের ধরে রাখতে হলে খাবারের (মিড ডে মিল) ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন, উপবৃত্তির টাকা অভিভাবকদের হাতে যায়। এখন শিশুদের আকৃষ্ট করার জন্য তাকে খাবার দেওয়ার কথা বলা হলেও কাজটি বেশ কঠিন। কারণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক কোটি ৮০ লাখ।

দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির যুগ্ম পরিচালক চৌধুরী মুফাদ আহমেদ বলেন, বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে শ্রেণীকক্ষে ঢোকার পর যখন জানতে চাই, ক্রমিক নম্বর এক কার? হাত তোলে একজন ছাত্রী; এবার দুই কার জানতে চাইলে হাত তোলে আরেকজন ছাত্রী। এভাবে এমনও দেখা যায়, পাঁচ পর্যন্ত হাত তুলেছে ছাত্রীরা। এই সাফল্য কয়েক বছর আগে দেখা যেত না।'

নারী প্রগতি সংঘের রেকেয়া কবীর বলেন, আমলারা সাধারণত শিক্ষার নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করেন এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত থাকায় শিক্ষায় মেয়েদের বৈষম্য ও বঞ্চনা প্রজাপ্রা অনুযায়ী কমছে না।

ডেমক্রেসিওয়াচের তালেয়া রেহমান বলেন, সামাজিক ব্যবস্থায় যে গলদের কারণে মেয়েদের নির্ধারিত সময়ের আগে বিয়ে দিতে হয়, সেটি খতিয়ে দেখা এবং এর সমাধানের উপায় বের করতে হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কাজী রফিকুল আলম বলেন, 'আমরা যে যত কথাই বলি না কেন, মায়ের শিক্ষা না হলে ঝরে পড়ার হার কমবে না এবং শিক্ষার মানও বাড়বে না।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, আদিবাসীদের ২৭ শতাংশ নিরাপত্তাহীনতার কারণে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না এবং ১৮ শতাংশ উত্যক্ত হওয়ার কথা বলেছে।'

পিপিআরসির বন্দকার সাখাওয়াত আলী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার কৌশল নির্ধারণ ও মান বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার এই উদ্যোগ কার্যকর করা গেলে তা শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

ড. মনজুর আহমদ বলেন, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, অভিভাবক, ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্থানীয় সরকার ও সুশীল সমাজের সহায়তায় দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নারীবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম বলেন, 'আমাদের সমাজে বৈষম্যের কারণে মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে; যেটুকু শিক্ষা তারা পাচ্ছে, তাও কাজে লাগাতে পারছে না।'

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মুহাম্মদ আজিজুল হক। আলোচনায় অংশ নেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শফি আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক দিবা হেসেন, গণসাক্ষরতা অভিযানের তাসনীম আতহার ও কে এম এনামুল হক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের ড. আনোয়ারা বেগম, এশিয়াটিক কমিউনিকেশন লিমিটেডের সারা যাকের, উইমেন ২০ উইমেনের রওশন জাহান, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের ড. নাসিরুর রহমান, সেভ দ্য চিলড্রেনের (ইউএসএ) এম হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের নিলুফার বানু, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাবেক পরিচালক অধ্যাপক শফিউল আলম, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাবেক সদস্য অধ্যাপক হাসনা বেগম, কারিতাসের জ্যোতি এফ গোমেজ, সাক্ষরের শামসুন্নাহার আজিজ বীনা, নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের নাসিমুন আরা হক মিনু, ইউসেপের ই এইচ খান মজলিস, কেয়ারের সাজেদা ইয়াসমীন, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান মিঞা, বাংলাদেশ শিক্ষক ফেডারেশনের সহসভাপতি মোমেনা খাতুন, মাদারস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির ফাহিমা খাতুন, পিপলস এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্টের পিপির শীল, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের মো. কফিল উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ওয়ার্ল্ডের আতাউর রহমান মিটন, উদ্যোগ ধারা ট্রাস্টের আমিনুর রসুল বাকুল।